শুককীট বা গ্রাব

বটাসরা রাফামাকালাটা

প্লাকিউডরাস ফরাজিনিয়াস

ক্ষতির প্রকৃতি

ঔষধ লাগানার পদ্ধতি

পিউপা

# কাজু বাদামের কান্ড ও শেকড় সুড়ঙ্গকারী পোকা ও তার নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা


তথ্য

শ্রীমতি অনামিকা কর

এ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসার (কীটতত্ত্ববিদ)



প্রকাশক ঃ

সর্বভারতীয় সমন্বিত কাজু গবেষনা প্রকল্প

ডাইরক্টরেট অফ রিসার্চ

আঞ্চলিক গবষনা কেন্দ্র

(লাল ও কাঁকুর মাটি অঞ্চল)

বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর

৭২১৫০৭, পশ্চিমবঙ্গ

আর্থিক সহায়তায়

ডাইরেক্টরেট অফ কাজু রিসার্চ

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ

পুত্তুর ঃঃ কর্নাটক ঃঃ ভারতবর্ষ

কাজু বাদাম সাধারণত উপেক্ষিত জমিতে লাগানো হয়, যার জন্য একে উপেক্ষিত ফসল হিসাবে গন্য করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের লাল কাঁকুড়ে মাটি অঞ্চলে এই ফসলের চাষ বেশী হয়। যদিও কাজু একটি অর্থকরী ফসল কিন্তু দেখা গেছে ভারতে কাজু উৎপাদনের প্রায় ৩০ % নষ্ট হচ্ছে রোগ ও পোকার আক্রমনে। পশ্চিমবঙ্গে কাজু মূলত একটি উপেক্ষিত ফসল যার পরিচর্যা সাধারনত লাগানোর পর থেকে হয় না এবং কাজু চাষীদের রোগ পোকা সম্পর্কে নূন্যতম ব্যবহারিক জ্ঞান না থাকায় ফসলের বিরাট অংশ নষ্ট হয়ে যায়। এ রাজ্যে কাজু গাছে প্রায় চল্লিশ প্রজাতির পোকার আক্রমন লক্ষ্য করা গেছে, যার মধ্যে কাজুর কান্ড ও শেকড় সুড়ঙ্গকারী পোকা অন্যতম।

পশ্চিমবঙ্গে কয়েকটি প্রজাতির কান্ড ও শেকড় সুড়ঙ্গকারী পোকা লক্ষ্য করা যায়, যার মধ্যে দুটি প্রজাতি উল্লেখযোগ্য একটি প্রজাতির পূর্ণাঙ্গপোকা ছাই রঙের হয় এবং পিঠে কমলা রঙের ছোপ দেখা যায় (বেটোসেরা রোফোমা কোলাটা)। অপর একটি প্রজাতী (প্লাকিউদেরাস ফেরোজিনিয়াস) বাদামি রঙের হয় এবং পিঠে কোন ছোপ দেখা যায় না। সাধারণত দুটি প্রজাতিরই পুরুষ পোকার শিং শরীর থেকে লম্বা হয়। গ্রাব বা শুককীট সাদা রঙের হয় এবং চোয়াল খুব শক্ত হয়। এই গ্রাবই ক্ষতি করে। দেখা গেছে এই পোকার একটি জীবনচক্র সম্পূর্ণ হতে প্রায় ১ বছর সময় লাগে।

**ক্ষতির ধরণ ও প্রকৃতি ঃ-** চারা লাগানোর প্রথমদিকের বছর গুলিতে এই পোকার আক্রমন সাধারণত হয় না। গাছের কান্ড বয়সের সাথে সাথে যত মোটা হয় ততই আক্রমন বেশী হয়। পূর্ণাঙ্গ স্ত্রী পোকা গাছের ফাটা বা অমসৃন অংশে চালের মত ডিম পাড়ে। শুককীট বা গ্রাম ডিম ফেটে বেরোনোর পরই গাছের ছাল কুরে কুরে খেতে শুরু করে। এরা সাদারণত কান্ড ও শিকড় দুই অংশই আক্রমন করে। দেখা গেছে এরা মাটি থেকে প্রায় ১.৫ মিটার উচ্চতা অব্দি আক্রমন করে। শুককীট গাছের ছাল কুরে কুরে নীচের দিকে নামাতে থাকে এবং ক্রমশ শেকড় আক্রমন করে। এই পোকা যদি একবার শেকড়ের ভিতরে ঢুকে যায়, সেই আক্রান্ত গাছকে বাঁচানো প্রায় অসম্ভব।

**লক্ষণঃ-** প্রথমদিকে আক্রান্ত গাছ থেকে টাটকা কাঠের গুঁড়ো বেরিয়ে আসে। অনেক সময় গাছ থেকে আঠা বেরিয়ে আসে এবং আক্রান্ত গাছের গোড়ায় আঠা মিশ্রিত টাটকা কাঠের গুঁড়ো দেখা যায়। ৫০ শতাংশের বেশী আক্রান্ত গাছের পাতা হলুদ হয়ে হয়ে যায়। গাছের গোড়ার ছাল যদি চারিদিক থেকে ঘুরিয়ে খেয়ে নেয় তবে ঐ গাছ মরে যায়।

**নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা ঃ-** এই পোকার আক্রমন প্রতিহত করতে ২ ধরনের প্রতিরোধ ব্যবস্থা মানতে হবে, যথা - সতর্কতা মূলক ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা।

**সতর্কতা মূলক ঃ-**

বাগানের উপযুক্ত পরিচর্যা করতে হবে।

সঠিক সময়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গাছের ডাল ছেঁটে কাটা অংশে ঔষধ বা নীমতেল লাগাতে হবে।

বাগানে নিয়মিত যেতে হবে এবং প্রতিটি গাছের গোড়ায় লক্ষ্য রাখতে হবে, যদি টাটকা কাঠের গুঁড়ো বেরিয়ে আসতে দেখা যায় তবে সাথে সাথে ঔ গ্রাব বের করে কাটা অংশে নীমতেল লাগাতে হবে।

বর্ষার আগে ও পরে গাছের গোড়ায় নীমতেল ও বর্দোমিশ্রন লাগাতে হবে।

**প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ঃ-** আক্রান্ত গাছ থেকে শুককীট বের করে মেরে ফেলতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে পোকা বের করার সময় গাছের চাল যেন কোন ভাবেই ৪০ শতাংশের বেশী তোলা না হয়। পোকা সুড়ঙ্গের ভেতর ঢুকে গেলে একটি ছুঁচালো লোহার শলাকা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে পোকাটিকে ভেতরেই মেরে ফেলতে হবে। এরপর তুলে ফেলা গাছের ছাল ক্লোরপাইরিফস্ ১০ মিলি প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে বা প্রলেপ লাগাতে হবে। যদি পুনরায় আক্রমন ঘটে, তবে পদ্ধতিটির পুনঃপ্রয়োগ করতে হবে।